দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 FEB 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

015

প্রিয় অপ্রিয়

সত্যদর্শী

৬৬টি সরকারী কলেজের ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী দীর্ঘ ৮ মাস ধরে বেতন পান না। বাক্যটি এখানেই শেষ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে অসংখ্য প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। প্রশ্নগুলো এক এক করে সাজিয়ে দেয়া যাক: ১) এই দুর্দিনে ৮ মাস বেতন না পেলে নির্দিষ্ট আয়ের কোনো লোকের পক্ষে কিভাবে বাঁচা সম্ভব? ২) এই ৮ মাস কিভাকে সংসার চলছে তাদের? ৩) আদৌ চলছে কি? ৪) চললে তার হাল-অবস্থা কেমন? ৫) দুটি-একটি বাদে বেশির ভাগ পরিবারেই কি চরম বিপর্যয় নেমে আসেনি? ৬) তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে? ৭) বেতন পেলেও তাদের এই ক্ষত কি পূরণ হবে? প্রশ্ন আরো বাড়ানো যায়। এমনকি গোটা লেখাটাই ভরে দেয়া যায় প্রশ্নে। কিন্তু তার দরকার নেই। উল্লেখিত ৭টি প্রশ্নেই তাদের সামগ্রিক অবস্থার একটি মোটামুটি চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোও উত্থাপন করবে কোথায়? যে মন ও সহানুভূতি থাকলে এই প্রশ্নগুলো হৃদয়ে রেখাপাত করার কথা তা থাকলে এই অবস্থারই সৃষ্টি হতে পারতো না। যাঁরা এসবের দায়-দায়িত্বে আছেন তাঁরা সম্ভবত অন্যের কোনো কিছুই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন না। না হলে এই দুর্মূল্যের বাজারে ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী দীর্ঘ ৮ মাস ধরে পাওনা বেতন থেকে বঞ্চিত হতেন না। যাঁরা নিয়মের কথা বলে এতো লোকের বেতন বন্ধ রেখেছেন তাঁরা কি একবারো ভেবে দেখেছেন যে, সামান্য নিয়ম-কানুন থাকলেও কি কখনো এমন হতে পারে? অথচ তাঁরা এসব করছেন নিয়ম-কানুনের দোহাই দিয়েই। সত্যি বড়ো বিচিত্র এই নিয়ম-কানুন! যে নিয়ম-কানুন দীর্ঘ ৮ মাস ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ করে তাদের অনাহারে রাখার ব্যবস্থা করে তাকে নিয়ম বলতে আমি অন্ততঃ রাজি নই। আমি মনে করি এই ধরনের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়মের নামে অনিয়ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে শুধু মানুষের ভোগান্তিই বাড়ায়। নিয়ম-কানুন কি মানুষের ভোগান্তির জন্যে? কোনো চাকুরীজীবী মানুষের জন্য ৮ মাস বেতন বন্ধ রাখার চেয়ে ভোগান্তির ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? বিনা কারণে তাঁরা কেন এই ভোগান্তির শিকার হবেন? কথাটি প্রশাসনযন্ত্রের কর্তাব্যক্তিদের একবার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে বলি।

আমি তো ভাবতেই পারিনে দীর্ঘ ৮ মাস বেতন না পেলে কারো সংসার চলতে পারে। কিন্তু আমি ভাবতে না পারলেও এবং সংসার না চললেও দীর্ঘ ৮ মাস ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ রয়েছে। এটাই বাস্তব ঘটনা। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই ঘটনা এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও এরকম ঘটনা আরো অনেক ঘটেছে। এমনকি এখনো কেরল এই ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীই কেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে আরো বহু কর্মজীবী মানুষ এভাবে মাসের পর মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। এই কলামেই বিষয়টি বহুবার লেখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সরকারী অফিসের সাধারণ কর্মচারীদের প্রায়শই এ ধরনের অবস্থার শিকার হতে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের করণিক ও চৌকিদার-দফাদাররাও মাসের পর মাস ধরে বেতন পান না। স্বল্প বেতনের এইসব কর্মচারী বেতন না পাওয়ার ফলে কি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও দুরবস্থার শিকার হন তা অধিক ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা ভাবতে পারিনে এই দরিদ্র দেশে যেখানে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বলতে প্রায় কিছুই নেই এবং কোটি কোটি মানুষ তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে দুঃখ-দুর্দশার শিকার সেখানে নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মানুষের এভাবে দুঃখ-দুর্দশা আরো বাড়ানোর অর্থ কি?

মাসের মাইনেতেই যেখানে মানুষের দিন চলে না, মাসের অর্ধেক না যেতেই নির্দিষ্ট আয়ের চাকুরীজীবী লোকদের সংসারে টানাটানি শুরু হয়ে যায়, সেখানে ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী কম করেই ৮ মাস বেতন পাচ্ছেন না। কারণ হিসেবে জানা গেছে এসব কলেজ সরকারী কলেজে রূপান্তরিত হলেও পদ স্থায়ী করা হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে যেসব কলেজ সরকারী কলেজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রেই নাকি এই জটিলতা এবং সেসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরাই এই দুর্ভোগের শিকার। গত ৪ বছরেও পদগুলো স্থায়ী করা হয়নি কেন সে প্রশ্নের জবাব কে দেবেন? এর দায়িত্ব নিশ্চয়ই শিক্ষক-কর্মচারীদের নয়। প্রাথমিকভাবে পদগুলো স্থায়ী করতে হয়তো কিছুটা সময় লাগতেও পারে। সেজন্যেই তো রিটেনশনের ব্যবস্থা। পদ স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত রিটেনশন আদেশের মাধ্যমেই তাদের বেতন দেয়ার কথা। কিন্তু অর্থ বছরের প্রায় ৮ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও এই আদেশ জারি হতে পারেনি, যেখানে অর্থ বছরের শুরুতে অর্থাৎ জুলাই মাসেই তা চালু হওয়ার কথা ছিলো। বলা বাহুল্য, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে? সরকারী কাজ-কর্মের ধারাটাও যে কেমন এ থেকে তারও একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সরকারী অফিসে কাজকর্ম এভাবেই হয়ে থাকে। সেখানে আঠারো মাসে বছর। ফাইলে সিদ্ধান্ত দেয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে বলেও মনে হয় না। এসব চলে অনন্তকাল ধরে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর লালফিতার নিচে এমনি কতো সিদ্ধান্ত যে মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর ধরে চাপা পড়ে আছে এবং তার জন্য দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে নিরীহ সাধারণ মানুষের তা ভাবতে গেলেও ব্যথিত বোধ না করে পারা যায় না। কখনো বেতন, কখনো পেনশনের টাকা এবং কখনোবা অন্য কিছুর জন্য সাধারণ মানুষকে আমাদের দেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হয়। তারা এতোই অসহায় যে, কোথাও এর জন্য প্রতিবাদ বা অভিযোগও জানাতে পারে না। এমনও দেখা যায়, পেনশনের টাকার পেছনে ছুটতে ছুটতে কারো কারো জীবনই শেষ হয়ে গেছে। এমনকি তাদের অনেকের মৃত্যুর পরও সেই পেনশনের টাকা মেলেনি। এক্ষেত্রে নাকি পনেরো-বিশ বছরেরও রেকর্ড আছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রায় একই জবাব পাওয়া যায়—নিয়ম-কানুন। নিয়ম-কানুনের কথা বলেই এভাবে অনিয়ম চলে। এর কি সত্যিই কোনো প্রতিকার নেই? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে মানুষ কাজ করে মাসের শেষে বেতন পাবে না কেন? বেতনই যদি না পায় তাহলে মানুষ কাজ করবে কিসের জন্য? খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্যই তো মানুষ কাজ করে। মাসের শেষে তো দূরের কথা বহু দেশে মানুষ সপ্তাহান্তেই বেতন পায়। আর এদেশে ৮ মাস কাজ করেও বেতন পাওয়া যায় না। মানুষের কর্মসংস্থানের অভাব ও আর্থিক দুরবস্থার অন্ত নেই। একজন চাকুরীজীবী বা উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর পরিবারের বহু লোক নির্ভরশীল। একজনকে বহন করতে হয় অনেকের বোঝা। সেক্ষেত্রে যদি সেই উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির বেতন বন্ধ থাকে বা আয় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অবস্থা কি দাঁড়ায় তা আশা করি কাউকেই বুঝিয়ে বলতে হবে না। যে শিক্ষক-কর্মচারীরা ৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না তাঁদের সাংসারিক অবস্থা কি হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। স্বাভাবিক অবস্থা ছাড়াও অসুখ-বিসুখ ইত্যাদিরও যে কারো কারো এই সময়ে মুখোমুখি হতে হয়নি এমনও নয়। তাছাড়া ছেলেমেয়ের লেখাপড়া ইত্যাদিতো আছেই। সব মিলে একেকটি পরিবারে দেখা দিয়েছে চরম দুর্দশা। কিন্তু সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোনো সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। থাকলে ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী ৮ মাস ধরে বেতন না পেয়ে এমন দুর্দশার শিকার হতেন না। এমন একটি মানবিক সমস্যাও অর্থ বৎসরের দীর্ঘ ৮ মাসে সুরাহা হয়নি এর দ্বারা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার একদিকে যেমন জটিলতা অন্যদিকে তেমনি শৈথিল্যের চিত্রই আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। কাজের শেষে মাসান্তেও যদি বেতনের নিশ্চয়তা না থাকে তাহলে কর্মজীবী লোকদের মধ্যে কেবল হতাশাই দেখা দেবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন হয়ে উঠছে দুর্বিষহ। নির্দিষ্ট আয়ের সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। তার ওপর যদি বেতনই বন্ধ হয়ে যায় কিংবা এভাবে মাসের পর মাস বেতন বন্ধ থাকে, তাহলে সংসার জীবনই কেবল অচল হয়ে পড়ে না, বেঁচে থাকাই হয়ে পড়ে অসম্ভব। এ বিষয়টিই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী সমস্যা দূর করার জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতার গিঁঠ খুলে অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য।